1319 - ডায়াবটেকিস রগোগীর রযো রাখার হুকুম এবং তার জন্য কখন রযো ভাঙ্গা জায়বে

প্রশ্ন

আমি ১৪ বছর যাবৎ দ্বতীয় পর্যায়রে ডায়াবটেকিস রগোগে ভুগছি। এটি এমন ডায়াবটেকিস যার কারণে ইনসুলনি নয়ো লাগে না। আমি কোনে ঔষধ খাই না। কন্িতু খাদ্য নয়িন্ত্রণ কর িও কছিু ব্যায়াম কর; যাতে করে ডায়াবটেকিস এর মাত্রা যথাযথ সীমাতে থাকে। গত রমযান মাসে আমি কছিুদনি রযো রখেছে। তবে সব রযো রাখতে পারনি; সুগার মাত্রাতরিক্িত কমে যাওয়ার কারণে। তবে, এখন আমি অনুভব করছ িযে, আলহামদু লল্িলাহ্ আমার অবস্থা আগরে চয়েে ভাল। কন্িতু রযো রাখলে আমার মাথায় ব্যথ্যা হয়।

আমার রগোগরে অবস্থা যটোই হকো না কনে আমার উপর রযো রাখা ক িঅবধারতি?

রযো অবস্থায় আমি ক িরক্তে সুগাররে পরমিাণ পরীক্ষা করতে পারব (যহেতেু আঙ্গুল থকেে রক্ত নয়ো লাগে)?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্িলাহ।.

রগোগীর জন্য রমযানরে রযো না-রাখা শরয়িত অনুমদোতি; যদ ির‌োযো রাখলে রগোগীর শারীরকি ক্ষত িহয় কংিবা কষ্ট হয় কংিবা রগোগীর যদ িদনিরে বলোয় ট্যাবলটে ও পানীয় কংিবা সবেন জাতীয় অন্য কনো কনো ঔষধ গ্রহণ করতে হয়। যহেতেু আল্লাহ্ তাআলা বলছেনে: "আর যদ িকউে অসুস্থ হয় কংিবা সফরে থাকে তাহলে অন্য দনিগুলোতে সে সংখ্যা পূর্ণ করব।ে" এবং যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়া সাল্লাম বলছেনে:"নশি্চয় আল্লাহ্ তাঁর রুখসতগুলো গ্রহণ করাকে পছন্দ করনে যভোবে তনি িতাঁর অবাধ্যতায় লপ্িত হওয়াকে অপছন্দ করনে।" অপর এক বর্ণনায় এসছেে য,ে "যভোবে তনি িতাঁর ফরজকৃত আমলগুলো পালন করাকে পছন্দ করনে।"[আলাবানী "ইরওয়াউল গালিল" গ্রন্থে (৫৬৪) হাদসিটকিে সহহি বলনে]"

পরীক্ষা করার জন্য রগ থকেে যে রক্ত নওেয়া হয় সঠকি মতানুযায়ী এতে করে রযো ভঙ্গ হবে না। তবে বশে িরক্ত নওেয়া হলে উত্তম হল রাতে নয়ো। যদ িদনিরে বলোয় নতিে হয় সক্ষেত্রেে সতর্কতাপূর্ণ অভমিত হল উক্ত রযোটরি কাযা পালন করা; যহেতেু রক্ত নয়ো শংিগা লাগানরো সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।"[সমাপ্ত]

শাইখ বনি বাযরে ফতোয়া ফাতাওয়া ইসলামযি়্যা (খণ্ড-২; পৃষ্ঠা-১৩৯):

"অসুস্থ ব্যক্তরি অবস্থা:

১। রোযা রাখার দ্বারা স্বাস্থ্যরে উপর কোনো প্রভাব না পড়া। যমেন- হালকা সর্দি, হালকা মাথা ব্যাথ্যা, দাঁতরে ব্যাথ্যা, এ ধরণরে অন্যান্য রোগ। এমন রোগীর জন্য রোযা না-রাখা জায়যে হবে না। যদওি কোনো কোনো আলমে বলনে: "আর যে ব্যক্তি অসুস্থ থাকে"[সূরা বাক্বারার, ১৮৫ নং আয়াতরে ভত্তিতিে তার জন্যওে জায়যে হবে। তবে আমরা বলব: এ বধিানটরি একটি হতেু উল্লখে করা হয়ছে। সটো হল: রোযা না-রাখাটা তার জন্য সহজতর হওয়া। আর যদি রোযা রাখলে সটো তার উপর কোনো প্রভাব না ফলে সক্ষেত্রে তার জন্য রোযা না-রাখাটা জায়যে হবে না। বরং তখন রোযা রাখা তার উপর ওয়াজবি।

২। যদি রোযা রাখা তার উপর কষ্টকর হয়; কন্তিু তার জন্য ক্ষতকির না হয়। এমন ব্যক্তরি ক্ষত্রে রোযা রাখা মাকরুহ; রোযা না-রাখা সুন্নত।

৩। যদি রোযা রাখা তার জন্য কষ্টকর ও ক্ষতকির হয়; যমেন যে ব্যক্তি কডিনরি রোগে আক্রান্ত কংিবা ডায়াবটেকিস রোগ আক্রান্ত কংিবা এ ধরণরে অন্য কোনো রোগে আক্রান্ত। এমন ব্যক্তরি জন্য রোযা রাখা হারাম।

"এর মাধ্যমে আমরা কছিু ইজতহিাদকারী ও অনকে রোগীদরে ভুল জানতে পারি যাদরে রোযা রাখতে কষ্ট হয়; হয়তো বা শারীরকি ক্ষতওি হয় কন্তিু তারা রোযা ভাঙ্গতে অস্বীকৃতি জানান। আমরা বলব: উনারা ভুল করছনে; যহেতেু তারা আল্লাহ্‌র দয়া বদান্যতাকে গ্রহণ করনেনি এবং তাঁর দয়া অবকাশকে গ্রহণ করনেনি এবং নজিদেরে ক্ষতি করছেনে। অথচ আল্লাহ্‌ তাআলা বলছনে: "তোমরা নজিদেরেকে হত্যা করো না।"[সূরা নসিা, আয়াত: ২৯]

[আশ-শারহুল মুমতি (খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৫২-৩৫৪)]